ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহআলাই) কে খারিজী নাসিরুদ্দিন আলবানী কর্তৃক মুশরিকঅ্যাখাকরনের প্রতিবাদ

লেখক

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

গ্রাম- বাবলা-কমলপুর,ডাকঘর- মেহেরাপুর

থানা –কালিয়াচক , জেলা- মালদাহ

পশ্চিমবঙ্গ, যোগাযোগঃ- +৯১৮০০১৬০৫৫১৫

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

(ALL RIGHT RESERVED BY THE WRITER)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

প্রিয় পাঠক ! সমসাময়িক মুসলিম বিশ্বের সংকট এবং উম্মাহর ঐক্য তথা প্রগতির কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁরা জানেন যে, বর্তমান বিশ্বে ইসলামের পুনর্জাগরণের পথে মুল অন্তরায় হল, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃস্ট কথিত আহলে-হাদীস বা সালাফীফির্কা । এই চরমপন্থী বিদআতি ফির্কাটি মুসলমান গনকে 'মুশরিক', 'কাফির' ইত্যাদি ফতোয়া প্রদানে সিদ্ধহস্ত। এদের তাকফিরি ফতোয়া-বাজি এমন চরম আকার ধারণ করেছে যে, এরা নিজেরাই দেড়শটির ও বেশি উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেক কে কাফের বলছে। তবে এবার যা ঘটল, তা চরম হৃদয়-বিদারক। এবার তাঁরা আমীরুল-মূমিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কেই মুশরিক ঘোষনা করে বসল। তবে এই ঘটনা অপ্রত্যাশিত নয়। যারা আউলিয়ায়ে -কেরাম, এমনকি সাহাবায়ে-কেরামের উপর ফতোয়া আরোপ করতে পারে, তাঁদের ফতোয়ার কবল থেকে আশিকে রসূল ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) ও যে রেহাই পাবেন না, তাতে আর বিচিত্র কি!

খারিজী বিদয়াতিরা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কে কেন মুশরিকঘোষনা করল?

মুসলিম মাত্রই জানেন যে, আল্লাহ পাক নিরাকার। ইহা ইসলামের মৌলিক আকীদা। তিনি সকল প্রকার অঙ্গ -প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। আল কুরআনে আল্লাহ পাক সম্পর্কে 'মুখ', 'হাত', 'চোখ' ইত্যাদি যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে ভাবার্থে ও উপমা স্বরুপ। এগুলির আক্ষরিক বা বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা ইসলাম-বিরুদ্ধ। ইহা মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত আকীদা। ইহা ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর ও আকীদা। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) স্বীয় 'সহীহ-বুখারী' গ্রন্থে "আল্লাহর মুখ" শব্দের তফসীর করেছেন "আল্লাহর রাজত্ব"। এতে ইংরেজ-সৃস্ট কথিত আহলেহাদীস বা সালাফী ফির্কার মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন এবং ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কে মুশরিক বলে অ্যাখা প্রদান করেছেন। বলাইবাহুল্য,

কথিত আহলেহাদীস বা সালাফীফির্কারআকীদা ইসলামী আকীদারসম্পূর্নবীপরীত। এই খারিজীদের আকীদা হল যে, আল্লাহ সাকার এবং তাঁর মুখ,চোখ, হাত সবই রয়েছে। এমনকি তারা এই আকীদাওপোষন করে যে, আল্লাহ পাক জগিং করেন এবং জগিং করা আল্লাহর একটি সিফাত

[তথ্যসূত্রঃফাতাওয়া আল আকীদা- ইবনে উসাইমান- পৃষ্ঠানং ১১২ এবং ফাতাওয়া আল লাজনাহ আল দাইমালিলবুহুস- পৃষ্ঠানং ১৯৬]

নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক ! যাঁরা তাদের আকীদাকে প্রত্যাখ্যান করেন তাদেরকে এই খারিজীরা মুশরিক, কাফির ইত্যাদি বলে বিশেষিত করে !

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কর্তৃক সুরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতের তফসীর

আল কুরআনের সুরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াতكُلُّ شَیْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗঅর্থাৎ "আল্লাহর মুখমন্ডল (সত্বা) ব্যতীত সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে" এর ব্যথায় ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) স্বীয় 'সহীহ-বুখারী' গ্রন্থে "আল্লাহর মুখ" শব্দের তফসীর করেছেন "আল্লাহর রাজত্ব"। সরল কথায়, ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর মতে, উক্ত আয়াতের অর্থ হল: " আল্লাহর রাজত্ব ব্যতীত সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে"। সহীহবুখারী' শরীফে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এই আয়াতের তফসীরে যা লিখেছেন তা হল:

يَقَالُ اِلاَّ وَجْهَهُ اِلاَّ مُلْكَهُ وَيَقَالُ اِلاَّ مَا يُرِيْدُ بِهِ وَجَهُ اللهِ وَ قَالَ مُجَاهِدٌ فَعُمِيَتَ عَلَيْهِمْ الْاَنبَاءُ الْحُجَجُ

অনুবাদ: বলা হয়, 'ইল্লাওয়াজহাহু' তাঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং বলা হয় যে, যে কার্যাবলীর দ্বারা আল্লাহর সন্তুস্টি অর্জন উদ্দেশ্য, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে)। মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহ আলাই) বলেন, 'আল আনবা-উ' অর্থ প্রমানাদি।

[তথ্যসূত্র : বোখারী শরীফ –ইসলামিকফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত– খন্ড নং৮ – পৃষ্ঠানং ১৩০ –তফসীর অধ্যায়– সুরা কাসাস এর তফসীর]

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উপর আহলেহাদীস মোল্লা নাসিরুদ্দিনআলবানীর ফতোয়া

প্রিয় পাঠক! সুরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াত এর ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কৃত তফসীর আমরা পাঠ করলাম। এবার আমরা এই তফসীর সম্পর্কে কথিত আহলেহাদীস বা সালাফীদের "শাইখুল ইসলাম"নাসিরুদ্দিন আলবানীর গর্হিত ফতোয়া পাঠ করব। 'সহীহ-বুখারী' গ্রন্থে প্রদত্ত সুরা কাসাস এর ৮৮ নং আয়াত এর তফসীর সম্পর্কে এক প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে নাসিরুদ্দিন আলবানী লিখেছেন :

*"ইমাম বোখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এ কথা বলেছেন কি না, এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের বিষয়টিতুমি আমার কাছ থেকে শুনেছো। কেননা, আল্লাহর বাণী (মহান পরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত আল্লাহর চেহারাই কেবল অবশিষ্ট থাকবে) এর ব্যাখ্যা আল্লাহর রাজত্ব অবশিষ্ট থাকবে।**হে আমার ভাই, এটি কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না।**আমি এও বলেছি, উক্ত কথাটি যদি থাকে, তবে কিছু নুসখায় রয়েছে। সুতরাং আমারউত্তর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। জাযাকাল্লাহ্ আপনি এখন যে কথাটি উল্লেখকরলেন, তা বিষয়টিকে শক্তিশালী করে যে, **হুবহু তা'তীলের পর্যায়ভুক্ত ব্যাখ্যাটি বোখারী শরীফে***

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেই**.....** *উক্ত ব্যাখ্যাটি বাতিল হওয়ার জন্য কোন দলিলের প্রয়োজন নেই। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইমাম বোখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কর্তৃক উক্ত আয়াতের এ জাতীয় ব্যাখ্যা থেকে তাকে আমরা মুক্ত মনে করবো। তিনি হাদীস শাস্ত্র ও সিফাত সম্পর্কিত বিষয়ের ইমাম। আল-হামদুলিল্লাহ তিনি সালাফী আক্বিদার অনুসারী"*

[তথ্যসূত্র : আলবানীরফতোয়াসঙ্কলনফতোয়াশশায়ক আল-আলবানী- মাকতাবাতুততুরাসিল ইসলামী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত- পৃষ্ঠানং ৫২২ ও ৫২৩]

জরুরী ভাষ্য : *প্রিয় পাঠক ! খারিজি নাসিরুদ্দিন আলবানী ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর তফসীরকে* ***"কোন মু'মিন মুসলমানের কথা হতে পারে না"*** *ফতোয়া দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) কে অমুসলিম বা কাফির বা মুশরিকতো ঘোষনা করে দিলেন কিন্তু মুসলিম উম্মাহর ক্রোধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একটি ডাহা মিথ্যা ও ছলনার আশ্রয় নিলেন যে '****ব্যাখ্যাটি বোখারী শরীফে নেই,*** *তাই ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এই ফতোয়া থেকে মুক্ত'! এই মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহর লানত ! আমাদের বিনীত বক্তব্য হল, যদি খারিজি নাসিরুদ্দিন আলবানীর দাবী সত্য হয় যে উক্ত ব্যখা বোখারী শরীফে নেই, তাহলে তো ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) নাসিরুদ্দিন আলবানীর ফতোয়া থেকে মুক্ত থাকবেন। কিন্তু যদি উক্ত ব্যখাটি বোখারী শরীফে থাকে তাহলে তিনি নাসিরুদ্দিন আলবানীর তাকফিরি ফতোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবেন এবং সেক্ষেত্রে আমরা কেবল এটুকুই বলব যে , মিথ্যাবাদী নাসিরুদ্দিনআলবানী এবং তাকে "শাইখুল ইসলাম" বলে বরণকারীদের উপর আল্লাহর লানত। তবে, উক্ত ব্যখাটি বোখারী শরীফে আছে কি না তা সংশয়াতীত ভাবে প্রমানিত করার পূর্বে নাসিরুদ্দিন আলবানীর ফতোয়াটির স্ক্রীনশট তাঁর ফতোয়া সঙ্কলনের ৫২২ ও ৫২৩নংপৃষ্ঠা থেকে সরাসরি নিম্নে উপস্থাপন করছি যেন কোন খারিজী বিদআতি একথা বলার সুযোগ না পান যে নাসিরুদ্দিনআলবানী উক্ত ফতোয়াটি প্রদান করেন নি। আসুন পাঠক ! ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানীর ফতোয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাই।*

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) সম্পর্কে নাসিরুদ্দিনআলবানীর ফতোয়ার স্ক্রীনশটঃ

نقـول لذلك السائل من قـال من العلمـاء الذين هم يؤمنون بعلمـهم وصلاحهم الله ليـس داخل العالم ولا خارجه.. هذه عقـيدتهم.. من أين جاءوا بهذه العقيدة.. الله لاداخل عالم ولا خارجه.. مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام فإنه لايقـبل التأويل فى شطره الـثانى أبداً إلاَّ إنكار وجود الله تبارك وتعالى.

ونحن نعتقد أن كـثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة لكن فى الحـقيقة أنهم يقـولون قولة الزنادقـة..الزنديق المنكر لوجـود الله هو الذى سـيقـول لاشيء مما تزعمون لاداخل العالم ولاخارجه.

لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام. وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هى الزندقة بعـينها، لكن مع ذلك فـهم لايعلمون ويصـدق فيـهم قول رب العالمين ﴿قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً*الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً﴾..

سؤال: ياشـيخ.. لى عـدة أسئلة.. ولكن قـبل أن أبدأ أقـول أنا بالأمس قد ذكرت مسألة أو غـفلت عن ذكر هذه المسألة وهى عندما قلت أن الإمام البخارى ترجم فى صحيـحه عن معنى قوله تعالى﴿كل شيء هالك إلاَّ وجهه﴾ قـال إلاَّ ملكه ..بصـراحة أنا نـقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه (دراسـة تحليلية لعقيدة ابن حجر) كتبـه أحمد عصام الكاتب وكنت مـعتقـداً أن هذا الرجل إن شاء الله نقـله صحيـح ولا زلت أقول ممكن نقله صحيح ولكن أريد أن أقرأ عليك علامة فى هذا الكتاب.

فهو يقول: قد تقدم ترجـمة البخارى فى سورة القصص ﴿كل شيء هالك إلاَّ وجهه﴾ إلاَّ ملكه.. ويقـال إلاَّ ما أريد به وجـه الله وقوله إلاَّ ملكه قال الحـافظ فى رواية النسفى وقال معمر فـذكره ومعـمر هذا هو أبوعبيدة بن المثنى وهذا كلامه فى كتابه مجاز القرآن لكن بلفظ إلاَّ هوَ.

٥٢٢

pdf By Syed Mostafa Sakib

فأنا طبعاً اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد ترجمة للبخارى بهذا الشىء ورجعت لصحيح البخارى دون الفتح.. أيضا لم أجد هذا الكلام للإمام البخارى ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشىء موجود فى رواية النسفى عن رواية البخارى.

فما أعرف جوابكم؟

جواب: جوابى قدم سلفاً!

سؤال: أنا طبعاً أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع فى كلام عن الإمام البخارى وهو...

جواب: نعم جزاك الله خيراً..

أنت سمعت منى الشك فى أن يقول البخارى هذه الكلمة.. لأنه..

﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾ أى ملكه..

يا أخى هذا لا يقوله مسلم مؤمن.

وقلت أيضاً إن كان هذا موجودا فقد يكون فى بعض النسخ.

فإذاً الجواب مقدم سلفاً.. وأنت جزاك الله خيراً الآن بهذا الكلام الذى ذكرته يؤكد أن ليس فى البخارى مثل هذا التأويل الذى هو عين التعطيل.

سؤال: شيخنا..على هذه كأنه موجود فى الفتح نحو من هذه العبارة، وأنا أذكر أنى راجعت هذه العبارة باستدلال.أحدهم فكأنى وجدت مثل نوع هذا الاستدلال. يعنى موجود وهو فى بعض النسخ لكن أنا قلت له لا يوجد إلاّ الله عز وجل وإلاّ مخلوقات الله عز وجل مافى غير هذا.

وإذا كان كل شىء هالك إلاّ وجهه.. أى إلاّ ملكه.. إذاً ماهو الشىء الهالك؟

جواب: هذا ياأخى مايحتاج إلى تدليل على بطلانه لكن المهم أن ننزه الإمام البخارى أن يؤول هذه الآية وهو إمام فى الحديث وفى الصفات وهو سلفى العقيدة والحمد لله.

٥٢٣

[আলবানীরফতোয়া সঙ্কলন, ফতোয়া শায়খ আল-আলবানী এরপৃ--৫২২ও ৫২৩--- মাকতাবাতুততুরাসিল ইসলামী থেকে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত]

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উপরনাসিরুদ্দিনআলবানীর ফতোয়ার পোস্ট-মর্টেমঃ-

প্রিয় পাঠক ! ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) সম্পর্কে নাসিরুদ্দিন আলবানীর ফতোয়া সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাওয়ার পর এবার আমরা মিঃ আলবানীর এই ছলনার পোস্ট-মর্টেম করব যে, সহীহ বুখারীতে উক্ত ব্যখাটি নেই ।ঘটনা হল, এই ব্যখাটি সহীহ বুখারীর সমস্ত নুসখাতে রয়েছে। এমনকি নাসিরুদ্দিন আলবানীদের নিজস্ব প্রকাশনা-সংস্থা থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারিতেও উক্ত ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর এই ব্যখা যদি শির্ক হয়, তাহলে তো মিঃ আলবানী সহ সকল নাজদী মোল্লারাই মুশরিক !

প্রিয় পাঠক ! হাদিস-অস্বীকার কারীদের "শাইখুল ইসলাম" নাসিরুদ্দিন আলবানীর পূর্বে এমন উদ্ভট দাবী কেউ করে নিয়ে, সহীহ বুখারীতে উক্ত ব্যখা (সুরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের) নেই। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সৌদি রাজতন্ত্রের বেতনভুক এই ধর্মব্যবসায়ী সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে এই মিথ্যাচার করেছেন। মিঃ আলবানী এর দ্বারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতেচেয়েছেন।

(১) তিনি চেয়েছেন সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মুসলিমউম্মাহর আস্থা বিলুপ্ত করতে এবং আশিকে রসুল ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহর অটল সম্ভ্রম বিনস্ট করতে।

(২) তিনি চেয়েছেন সমগ্র হাদীস সংকলন সম্পর্কেই মুসলিম উম্মাহর আস্থা বিলুপ্ত করতে এবং মুসলিম গনকে হাদিস-অস্বীকার কারী বানাতে।

(৩) তিনি চেয়েছেন মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ সৃস্টি করে তাদেরকে গৃহ যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে। কিন্তু অজ্ঞ ফির্কা-পারাস্তরা ছাড়া কেউ এই মিথ্যাচারিতায় বিভ্রান্ত হন না। মোদ্দা কথা হল, সহীহ বুখারীতে ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাটিপ্রশ্নাতীতভাবেএবং ভী-ষ-ণ ভী-ষ-ণ সুস্পস্টভাবে বিদ্যমান রয়েছে। সকল নুসখাতেই রয়েছে / সকল প্রথিতযশা হাদিস-বিশেষজ্ঞ এবং তফসীর-বিশেষজ্ঞ এই ব্যখাবর্ননাও করেছেন। এমনকি মিঞ্জালবানীর নিজের 'আহলেহাদীস' ফির্কার সকল শীর্ষস্থানীয় ইমাম যেমন ইবনে তাইমিয়াহ, ইবনে কাইয়ুম, সাঈদ বিন নাসের আল গামিদী, উমর সুলাইমান আল আসকার শায়খ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল গুনাইমান প্রমুখ গন সহীহ বুখারীর এই ব্যখাবর্ননা করেছেন। 'আহলে হাদীস' ফির্কার মূল প্রকাশনা সংস্থা 'দারুস সালাম' (সউদি আরব) থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীতেও এই ব্যখা বিদ্যমান আছে। ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) যদি মুশরিক হন তাহলে তো ইবনে তাইমিয়াঅ্যান্ডকোঃ আরও বড় মুশরিক!

সুধী পাঠক ! এবার আসুন, ইমাম বুখারী (রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাটি সহীহ বুখারীতে আছে কি না সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে যায়। আমরা নীচে আপনাদের সামনে সহীহ বুখারীর বিশুদ্ধ প্রকাশনা গুলোর সরাসরি স্ক্রীনশট উপস্থাপন করছি। তার সঙ্গে প্রথিতযশাহাদীস-বিশেষজ্ঞগনের গ্রন্থ থেকেও সরাসরি স্ক্রীনশট উপস্থাপন করছি /

pdf By Syed Mostafa Sakib

সর্বোপরী, আমরা মিঃ আলবানীর নিজের 'আহলেহাদীস' ফির্কার সকল শীর্ষস্থানীয় ইমাম গনের গ্রন্থাবলী থেকেও সরাসরি স্ক্রীনশট উপস্থাপন করছি।

আসুন! গভীর মনোযোগের সঙ্গে খোলা মনে সবকটি স্ক্রীনশটই একে একে দেখে নিই এবং ইমাম মিথ্যাবাদীদের উপর লানত প্রেরন করি :

(১) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থা ' দারু ত্বওকীননাজাহ' থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নুসখা ইমাম শরফুদ্দিন ইউনিনি*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* (৭০১ হি:) এর নুস্খায় দেখুন "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে:

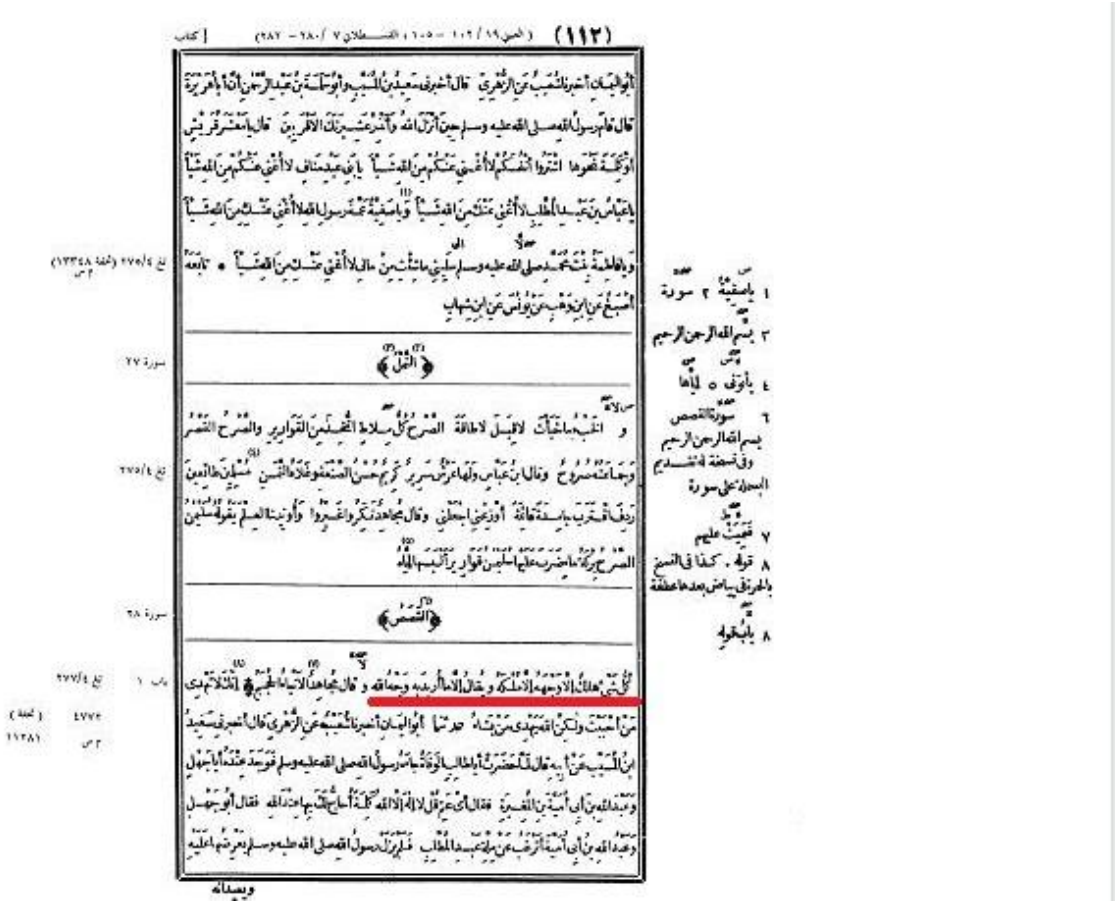

[ইমামশরফুদ্দিনইউনিনি রহএর নুসখা- মুহাম্মাদ বিন যুহাইর বিন নাসের আন নাসের কৃত তাহকীক- বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থা ' দারু ত্বওকীননাজাহ' থেকে]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২) “ মাকতাবাতুর রুশদ” থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীতে সরাসরি দেখুন “মুলকাহু” বা “তাঁর রাজত্ব” ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে:

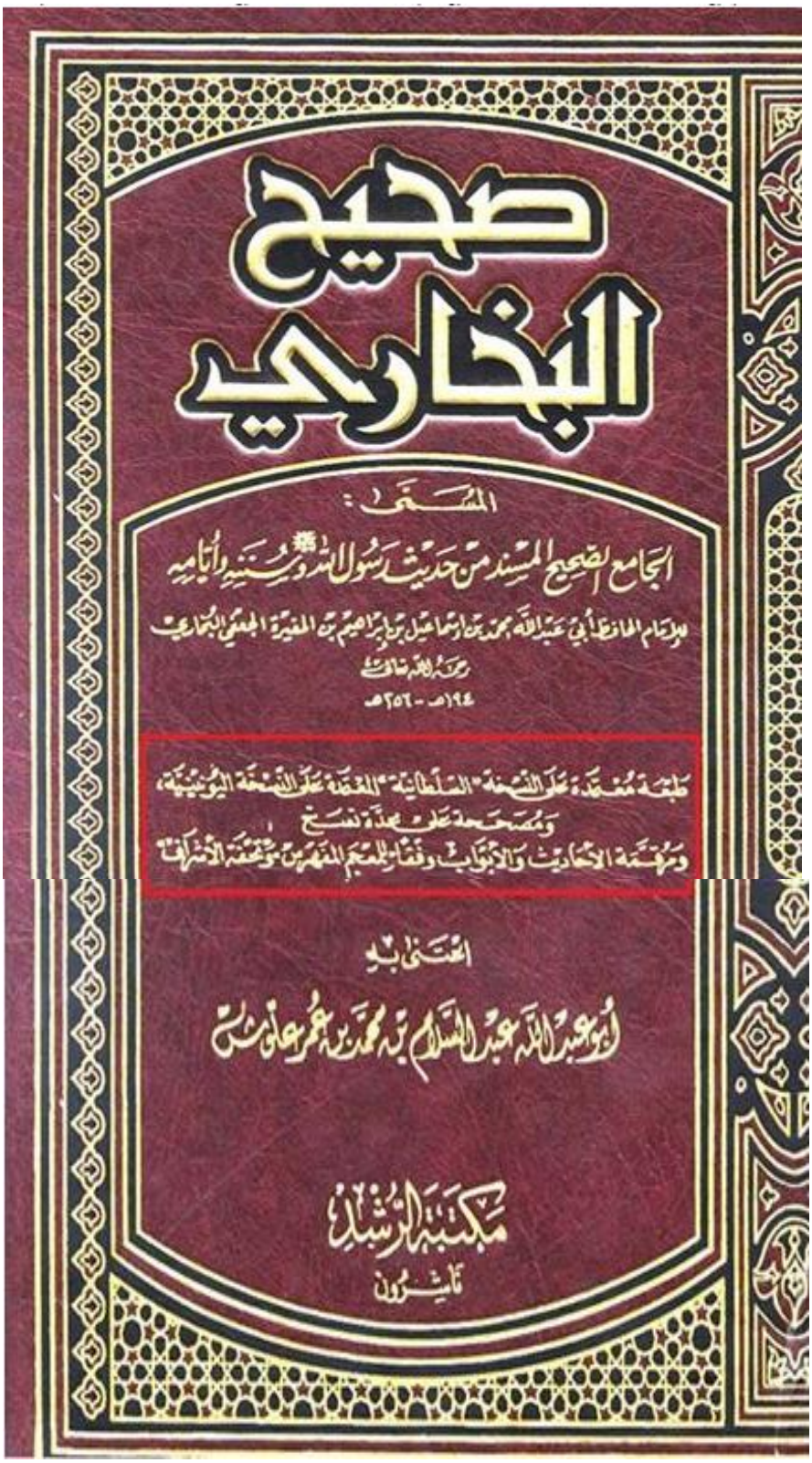

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَالأَيْكَةُ جَمْعُ أَيْكَةٍ، وَهِيَ جَمْعُ شَجَرٍ. ﴿يَوْمِ الظُّلَّةِ﴾ [١٨٩] إِظْلَالُ الْعَذَابِ إِيَّاهُمْ. ﴿مَّوْزُونٍ﴾ [الحجر: ١٩] مَعْلُومٍ. ﴿كَالطَّوْدِ﴾ [٦٣] الْجَبَلِ. ﴿لَشِرْذِمَةٌ﴾ [٥٤] طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ. ﴿فِى السَّاجِدِينَ﴾ [٢١٩] الْمُصَلِّينَ.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ [١٢٩] كَأَنَّكُمْ. الرِّيعُ: الأَيْفَاعُ مِنَ الأَرْضِ، وَجَمْعُهُ رِيعَةٌ وَأَرْيَاعٌ، وَاحِدُ الرِّيعَةِ. ﴿مَصَانِعَ﴾ [١٢٩] كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةٌ. ﴿فَرِهِينَ﴾ [١٤٩] مَرِحِينَ، ﴿فَارِهِينَ﴾ بِمَعْنَاهُ، وَيُقَالُ: ﴿فَارِهِينَ﴾ حَاذِقِينَ. ﴿تَعْثَوْا﴾ [١٨٣] أَشَدُّ الْفَسَادِ، عَاثَ يَعِيثُ عَيْثاً. ﴿وَالْجِبِلَّةَ﴾ [١٨٤] الْخَلْقُ، جُبِلَ خُلِقَ، وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبِلاً وَجُبْلاً يَعْنِي الْخَلْقَ.

١/١ ـ باب

﴿وَلَا تُخْزِنِى يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ [٨٧]

٤٧٦٨ ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَأَى أَبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْغَبَرَةُ وَالْقَتَرَةُ». الْغَبَرَةُ هِيَ الْقَتَرَةُ. [طرفه في: ٣٣٥٠].

٤٧٦٩ ـ حدثنا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَخِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ اللهُ: إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ». [طرفه في: ٣٣٥٠].

٢/٢ ـ باب

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ [٢١٤ ـ ٢١٥] أَلِنْ جَانِبَكَ

٤٧٧٠ ـ حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ: حَدَّثَنَا أَبِي: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾﴾ [٢١٤]. صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ». لِبُطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولاً لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ». قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقاً، قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ». فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبّاً لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾﴾. [طرفه في: ١٣٩٤].

٤٧٧١ ـ حدثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾﴾. قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ـ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ـ اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ ﷺ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً». تَابَعَهُ أَصْبَغُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [طرفه في: ٢٧٥٣].

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ النَّمْلِ ـ ٢٧

وَ ﴿الْخَبْءَ﴾ [٢٥] مَا خَبَأْتَ، ﴿لَا قِبَلَ﴾ [٣٧] لَا طَاقَةَ. ﴿الصَّرْحَ﴾ [٤٤] كُلُّ مِلَاطٍ اتُّخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ، وَالصَّرْحُ: الْقَصْرُ، وَجَمَاعَتُهُ صُرُوحٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [٢٣] سَرِيرٌ كَرِيمٌ، حُسْنُ الصَّنْعَةِ وَغَلَاءُ الثَّمَنِ. ﴿مُسْلِمِينَ﴾ [٣٨] طَائِعِينَ. ﴿رَدِفَ﴾ [٧٢] اقْتَرَبَ. ﴿جَامِدَةً﴾ [٨٨] قَائِمَةً. ﴿أَوْزِعْنِى﴾ [١٩] اجْعَلْنِي. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿نَكِّرُوا﴾ [٤١] غَيِّرُوا. ﴿وَأُوتِينَا الْعِلْمَ﴾ [٤٢] يَقُولُهُ سُلَيْمَانُ. الصَّرْحُ بِرْكَةُ مَاءٍ، ضَرَبَ عَلَيْهَا سُلَيْمَانُ قَوَارِيرَ، أَلْبَسَهَا إِيَّاهُ.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْقَصَصِ ـ ٢٨

﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [٨٨] إِلَّا مُلْكَهُ، وَيُقَالُ: إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿الْأَنْبَاءُ﴾ [٦٦] الْحُجَجُ.

١/١ ـ باب

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ﴾ [٥٦]

٤٧٧٢ ـ حدثنا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

["মাকতাবাতুর রুশদ" থেকে প্রকাশিত সহীহবুখারী - আব্দুস সালাম বিন মুহাম্মাদ উমর কৃত তাহকীক- *তফসীর অধ্যায়- সুরা কাসাস এর তফসীর*]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৩) দারু ইবনে কাসীর থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীতে সরাসরি দেখুন "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যথাটি বিদ্যমান রয়েছে:

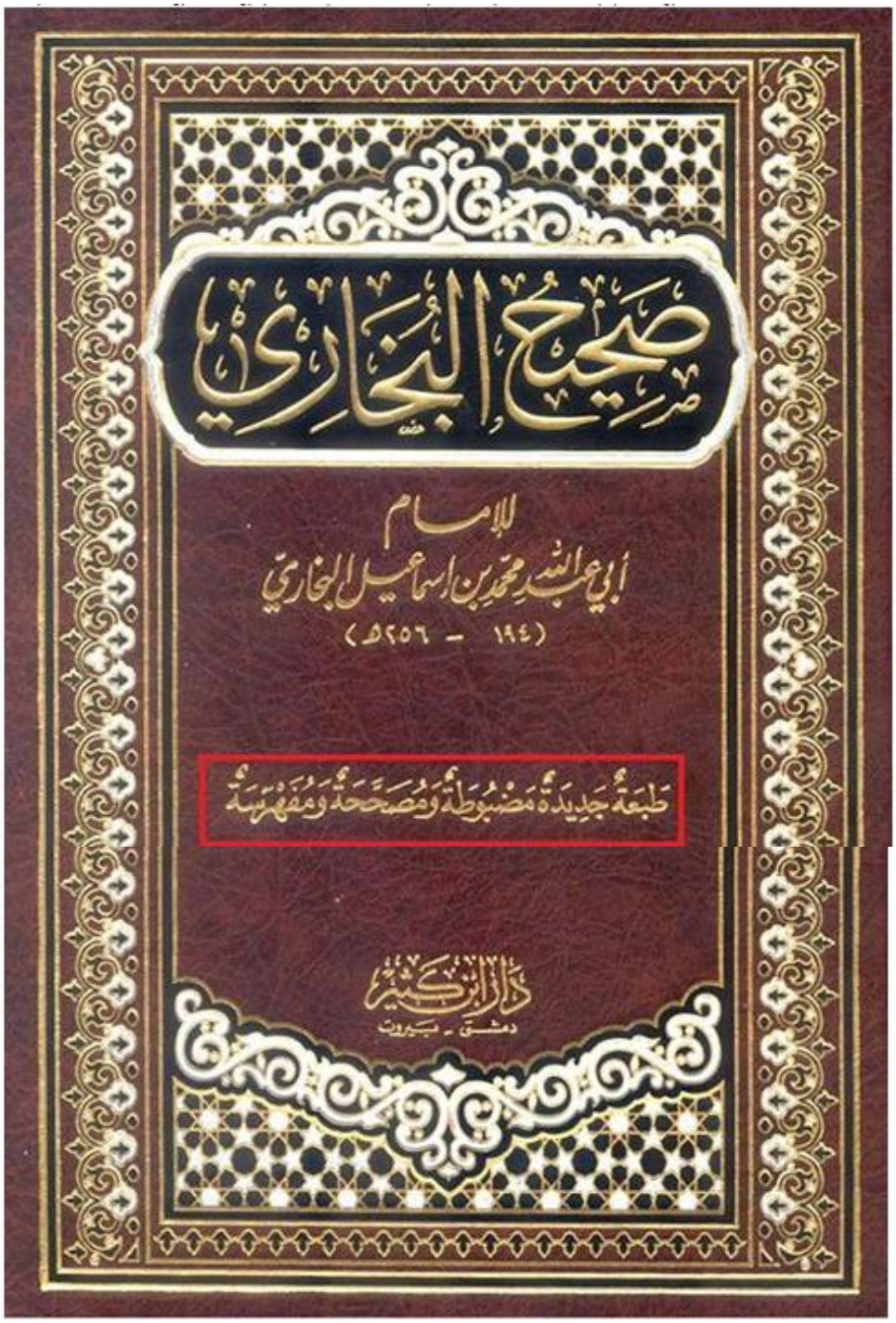

pdf By Syed Mostafa Sakib

(٢٧)

سورة النَّمْل

﴿ٱلْخَبْءَ﴾ ما خبأتَ. ﴿لَّا قِبَلَ﴾ لا طاقةَ. ﴿ٱلصَّرْحَ﴾: كلُّ مَلاطٍ اتُّخذَ من القَوارير، والصَّرحُ: القصرُ وجماعتهُ صُروح. وقال ابن عباس ﴿وَلَهَا عَرْشٌ﴾: سرير، ﴿كَرِيمٌ﴾: حُسنُ الصنعة وغلاء الثمن. ﴿مُسْلِمِينَ﴾: طائعين. ﴿رَدِفَ﴾: اقترب. ﴿جَامِدَةً﴾: قائمة. ﴿أَوْزِعْنِيٓ﴾: اجعلني. وقال مجاهد: ﴿نَكِّرُوا۟﴾ غيّروا. والقَبَس: ما اقتبستَ منه النار. ﴿وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ﴾ يقولهُ سليمانُ. ﴿ٱلصَّرْحَ﴾: بِركةُ ماء ضربَ عليها سُليمانُ قَواريرَ ألبَسها إيّاه.

(٢٨)

سورةُ القَصَص

﴿كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾. إلا مُلكه. ويقال: إلا ما أريدَ به وجهُ الله

وقال مجاهد: ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ﴾: الحجج

١ ـ باب ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾

٤٧٧٢ ـ حدّثنا أبو اليمان أخبرنا شعيبٌ عنِ الزُّهريِّ قال: أخبرني سعيدُ بن المسيَّب عن أبيهِ قال: «لما حَضَرَت أبا طالبِ الوفاةُ جاءهُ رسولُ الله ﷺ فوجَدَ عندَهُ أبا جهلٍ وعبدَ الله بن أبي أُميةَ بن المغيرة فقال: أي عمِّ، قل: لا إله إلا الله كلمةً أحاجُّ لك بها عندَ الله. فقال أبو جهل وعبدُ الله بن أبي أميةَ: أترغب عن مِلةِ عبدِ المطلب؟ فلم يَزَل رسولُ الله ﷺ يَعرِضُها عليهِ ويُعيدانهِ بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلمهم: على مِلةِ عبد المطلب، وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. قال: قال رسولُ الله ﷺ: لأستغفِرَنَّ لك ما لم أُنهَ عنك. فأنزلَ الله ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ وأنزلَ اللهُ في أبي طالب فقال لرسولِ الله ﷺ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ﴾.

قال ابن عباس ﴿أُو۟لِى ٱلْقُوَّةِ﴾: لا يرفعها العصبة منَ الرجال. ﴿لَتَنُوٓأُ﴾: لتثقُلُ. ﴿فَٰرِغًا﴾ إلا من ذِكر موسى. ﴿ٱلْفَرِحِينَ﴾ المَرِحين. ﴿قُصِّيهِ﴾ اتّبعي أثرَه. وقد يكون أن يَقصَّ الكلام ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾: ﴿عَن جُنُبٍ﴾ بُعدٍ، وعن جَنابةٍ واحد، وعن اجتِنابٍ أيضاً. ويبطِشُ ويبطُش. ﴿يَأْتَمِرُونَ﴾: يَتشاورون. العُدوان والعَداء والتعدّي واحد،

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) “ মাকতাবাতুসসালাফিয়া” থেকে প্রকাশিতসহীহবুখারীতে সরাসরি দেখুন “মুলকাহু” বা “তাঁর রাজত্ব” ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে:

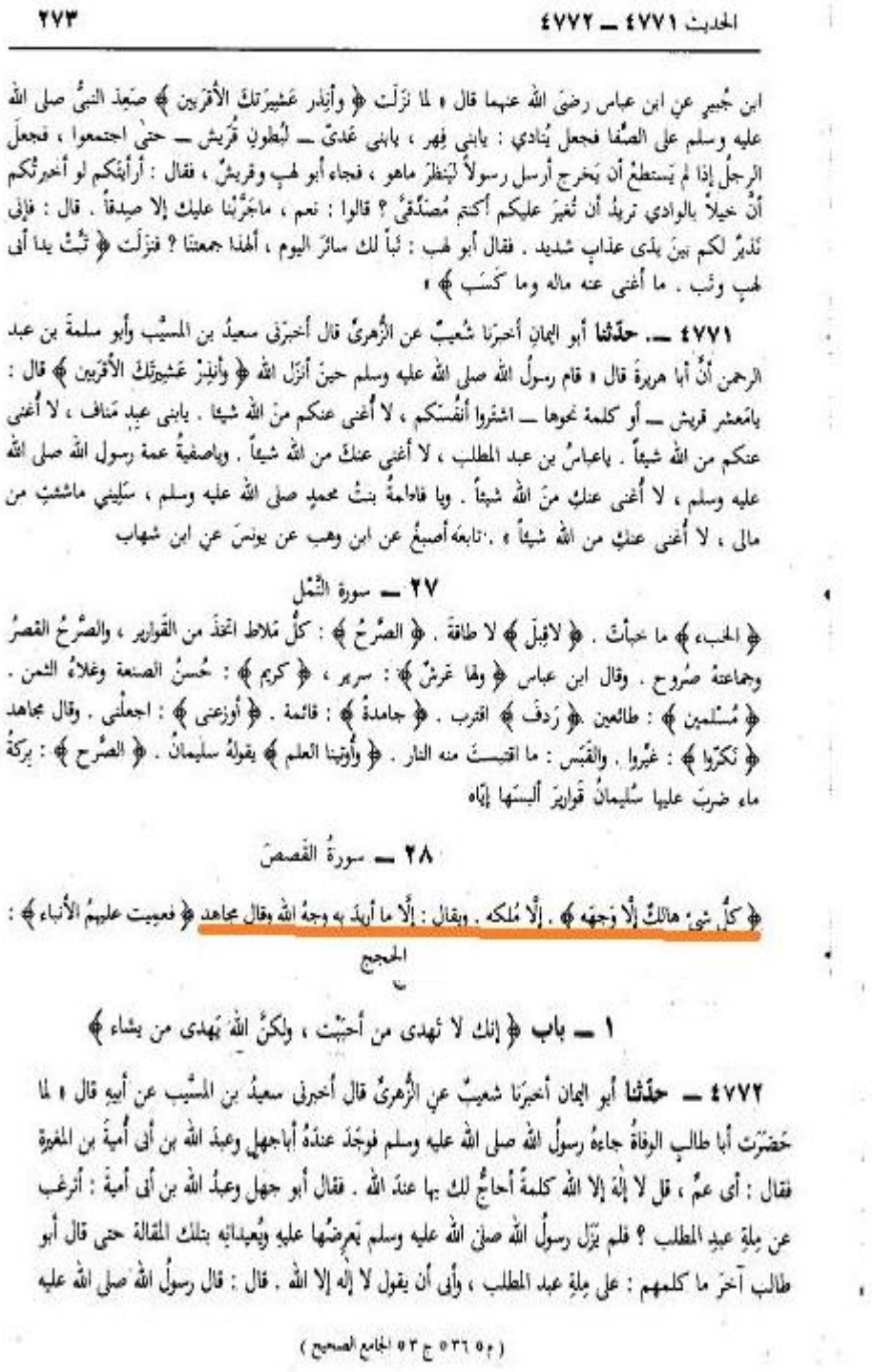

ابن جُبير عن ابن عباس رضيَ الله عنهما قال « لما نزلَت ﴿ وأنذِر عَشيرَتكَ الأقربين ﴾ صَعِدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصَّفا فجعل يُنادي : يابني فِهر ، يابني عَديّ ــ لِبُطونِ قُريش ــ حتى اجتمعوا ، فجعلَ الرجلُ إذا لم يَستطعْ أن يَخرج أرسل رسولاً لِيَنظرَ ماهو ، فجاء أبو لهبٍ وقريشٌ ، فقال : أرأيتَكم لو أخبرتُكم أنْ خيلاً بالوادي تريدُ أن تُغيرَ عليكم أكنتم مُصدِّقيَّ ؟ قالوا : نعم ، ماجَرَّبنا عليك إلا صِدقاً . قال : فإني نَذيرٌ لكم بينَ يدَي عذابٍ شديد . فقال أبو لهب : تبّاً لكَ سائرَ اليوم ، ألهذا جمعتنا ؟ فنزلَت ﴿ تبَّتْ يدا أبي لهبٍ وتَب . ما أغنى عنه ماله وما كَسَب ﴾ »

٤٧٧١ ــ حدّثنا أبو اليمانِ أخبرَنا شُعيبٌ عن الزُّهريِّ قال أخبرَني سعيدُ بن المسيَّب وأبو سلمةَ بن عبد الرحمن أنَّ أبا هريرةَ قال « قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ أنزَل الله ﴿ وأنذِرْ عَشيرتَكَ الأقربين ﴾ قال : يامَعشر قريش ــ أو كلمة نحوها ــ اشتَروا أنفُسَكم ، لا أُغني عنكم منَ الله شيئاً . يابني عبدِ مَناف ، لا أُغني عنكم من الله شيئاً . ياعباسُ بن عبد المطلب ، لا أغني عنكَ من الله شيئاً . وياصفيةُ عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا أُغني عنكِ منَ الله شيئاً . ويا فاطمةُ بنتَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم ، سَليني ماشئتِ من مالي ، لا أُغني عنكِ من الله شيئاً » . تابعَه أصبغُ عن ابن وهب عن يونسَ عن ابن شهاب

٢٧ ــ سورة النَّمْل

﴿ الخبء ﴾ ما خبأتَ . ﴿ لاقِبَلَ ﴾ لا طاقةَ . ﴿ الصَّرحُ ﴾ : كلُّ مَلاط اتخذَ من القوارير ، والصَّرحُ القصرُ وجماعتهُ صُروح . وقال ابن عباس ﴿ ولها عَرشٌ ﴾ : سرير ، ﴿ كريم ﴾ : حُسنُ الصنعة وغلاءُ الثمن . ﴿ مُسْلمين ﴾ : طائعين . ﴿ رَدِفَ ﴾ اقترب . ﴿ جامدةً ﴾ : قائمة . ﴿ أوزعني ﴾ : اجعلْني . وقال مجاهد ﴿ نكِّروا ﴾ : غيِّروا . والقَبَس : ما اقتبستَ منه النار . ﴿ وأُوتينا العلم ﴾ يقولهُ سليمانُ . ﴿ الصَّرح ﴾ : بِركةُ ماء ضربَ عليها سُليمانُ قواريرَ ألبسَها إيّاه

٢٨ ــ سورةُ القَصصَ

﴿ كلُّ شيء هالكٌ إلَّا وَجهَه ﴾ . إلَّا مُلكه . ويقال : إلَّا ما أُريدَ به وجهُ الله وقال مجاهد ﴿ فعميت عليهمُ الأنباء ﴾ : الحجج

١ ــ باب ﴿ إنك لا تَهدي من أحبَبْت ، ولكنَّ اللهَ يَهدي من يشاء ﴾

٤٧٧٢ ــ حدّثنا أبو اليمان أخبرَنا شعيبٌ عنِ الزُّهريِّ قال أخبرني سعيدُ بن المسيَّب عن أبيهِ قال « لما حَضَرَتْ أبا طالبٍ الوفاةُ جاءهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فوجَدَ عندَهُ أباجهلٍ وعبدَ الله بن أبي أُميةَ بن المغيرة فقال : أي عمِّ ، قل لا إلهَ إلا الله كلمةً أُحاجُّ لكَ بها عندَ الله . فقال أبو جهلٍ وعبدُ الله بن أبي أميةَ : أترغبُ عن مِلةِ عبدِ المطلب ؟ فلم يَزَل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَعرِضُها عليه ويُعيدانِه بتلكَ المقالة حتى قال أبو طالب آخرَ ما كلمهم : على مِلةِ عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله . قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه

[“ মাকতাবাতুসসালাফিয়া” থেকে প্রকাশিতসহীহবুখারী–*তফসীর অধ্যায়-সুরা কাসাস এর তফসীর]*

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৫) নাসিরুদ্দিন আলবানীদের “ শাইখুল ইসলাম” ইবনে তাইমিয়া স্বয়ং ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাকেস্বীয় “ বয়ানুত্তালবিবিসিলজাহমিয়া” গ্রন্থে বর্ননা করেছেন:

وقد روى عن عبادة بن الصامت قال « يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميزوا ما كان لله منها . قال : فيماز ما كان لله منها ، ثم يؤمر بسائرها فيلقى فى النـــار » .

وقد روى عن على ما يعم . ففى تفسير الثعلبى عن صالح بن محمد عن سليمان ابن عمرو عن سالم الأفطس عن الحسن وسعيد بن جبير عن على بن أبى طالب « أن رجلا سأله ، فلم يعطه شيئاً . فقال : أسألك بوجه الله فقال له على : كذبت ليس بوجه الله سألتنى ، إنما وجه الله الحق ، ألا ترى إلى قوله : (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) يعنى الحق – ولكن سألتنى بوجهك الخلق » وعن مجاهد « إلا هو » وعن الضحاك « كل شىء هالك إلا الله والجنة والنـار ، والعرش » وعن ابن كيسان « إلا ملكه » .

وذلك أن لفظ « الوجه » يشبه أن يكون فى الأصل مثل الجهة ، كالوعد والعدة ، والوزن والزنة ، والوصل والصلة ، والوسم والسمة ، لكن فعلة حذفت فاؤها وهى أخص من الفعل ، كالأكل والإكلة . فيكون مصدراً بمعنى التوجه والقصد ، كما قال الشاعر :

أستغفر الله ذنباً لست محصيه ... رب العبـاد إليه الوجه والعمل

ثم إنه يسمى به المفعول ، وهو المقصود المتوجه إليه ، كما فى اسم الخلق ، ودرهم ضرب الأمير ونظائره ، ويسمى به الفاعل المتوجه ، كوجه الحيوان ، يقال : أردت هذا الوجه ، أى هذه الجهة والناحية . ومنه قوله : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ

٤٢٨

[মাজমুউলফাতাওয়া- *ইবনে তাইমিয়া*খন্ড-২, পৃ.৪২৮ এবং বয়ানুত্তালবিসিলজাহমিয়া – *ইবনে তাইমিয়া*খ.১ – পৃ.৫৮১]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৬) ***নাসিরুদ্দিনআলবানীদের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠইমাম ইবনুলকাইয়্যুম ইমাম বুখারীরহমাতুল্লাহ আলাই এর উক্ত ব্যখাকেবর্ননা করেছেন। নীচে স্ক্রীনশটেদেখুন*** “মুলকাহু” বা “তাঁর রাজত্ব” ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থের নাম “হাদীলআরওযাহ” – খন্ড-১ – পৃ. ৯৬:

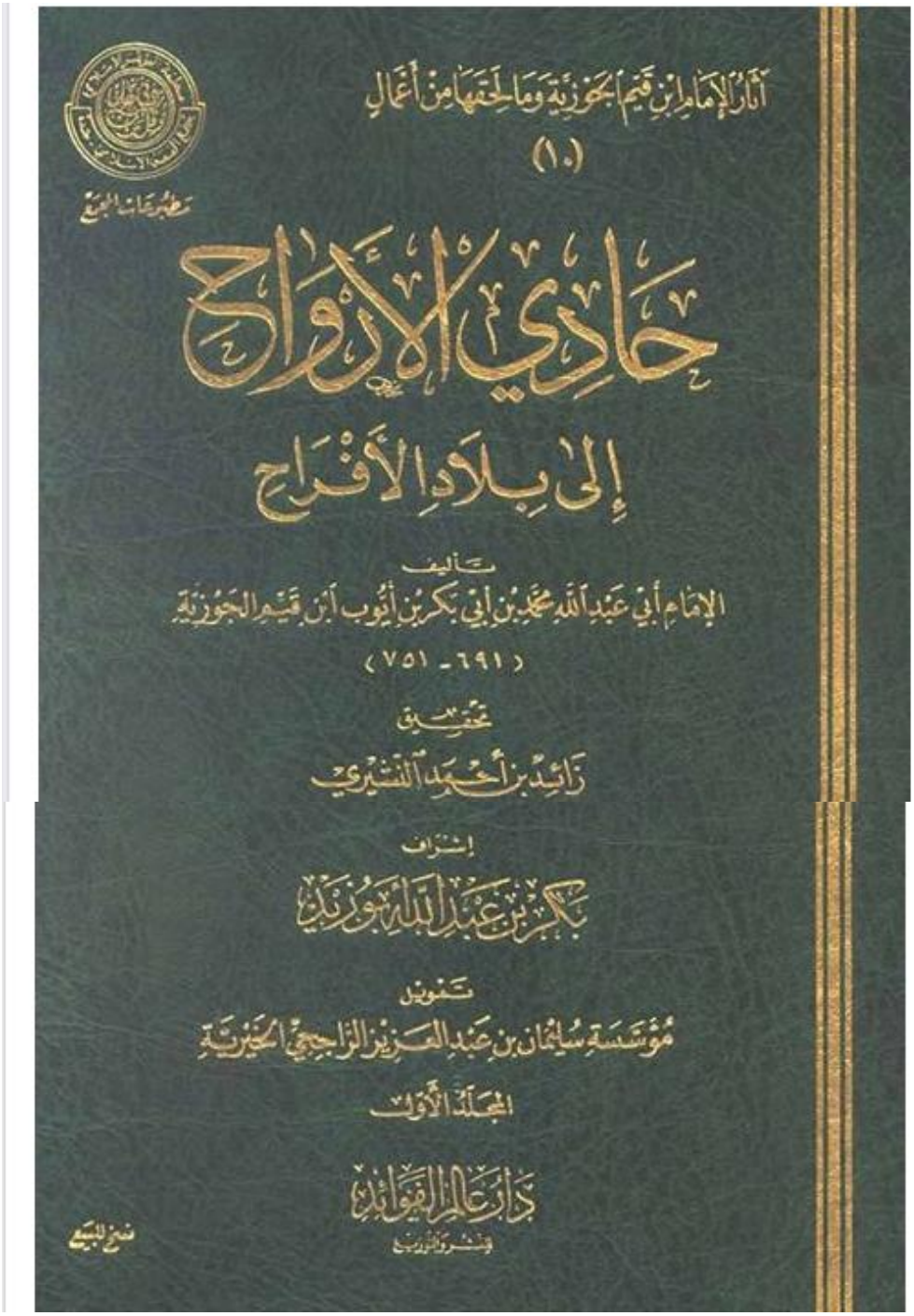

ইবনুলকাইয়্যিমেরহাদীলআরওয়াহর কভার পেজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

منه غراسًا في تلك الأرضِ، وكذا بناءُ البيوت فيها بالأعمال المذكورة، والعبد كلَّما وسَّع في أعمال البر[1] وُسِّعَ له في الجنَّة، وكلَّما عمل خيرًا غُرِسَ له به هناك غِراس، وبُنِيَ له به بناء[2]، وأُنْشِىء له من عمله أنواع ممَّا يتمتَّع به، فهذا القدرُ لا يدلُّ على أنَّ الجنَّة لم تخلق بعد، ولا يسوغ إطلاق ذلك.

وأمَّا احتجاجكم بقوله تعالىٰ: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص/ ٨٨] فإنَّما أُتِيتُم من عَدَم فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنَّة والنَّارِ الآن نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما[3]، فلا أنتم وُفِّقْتُم لِفَهْمِ معناها ولا إخوانكم، وإنَّما وُفِّقَ لفهم معناها السلف، وأئمة الإسلام، ونحن نذكر بعض كلامهم في الآية.

قال البخاري في «صحيحه»: «يقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾: إلاَّ ملكه، ويقال: إلاَّ ماأُريد به وجهه»[4].

وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله: «فأمَّا السَّماء والأرض فقد زالتا؛ لأنَّ أهلها صاروا إلى الجنَّة وإلى النَّار، وأمَّا العرش فلا يَبِيدُ ولا يذهبُ؛ لأنَّهُ سَقْفُ الجنَّة، واللهُ سبحانه وتعالىٰ عَلَيْهِ، فلا يَهلك ولا يبيد.

---

(١) ليس في «ب».
(٢) في «ب»: «وبنى له بيتًا»، ووقع في «ج،د»: «له بناء».
(٣) وقع في «أ»: «فنائها، وخرابهاوموت أهلها» بالإفراد.
(٤) انظر: صحيح البخاري: (٦٨) التفسير (٢٦٢)، باب: تفسير سورة القصص: (١٧٨٨/٤).

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৭)<u>"তফসীরেমাওয়ারদী" গ্রন্থে *ইমাম বুখারী*রহমাতুল্লাহ আলাই *এর উক্ত ব্যাখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে*দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। পৃনং- ২৭৩:</u>

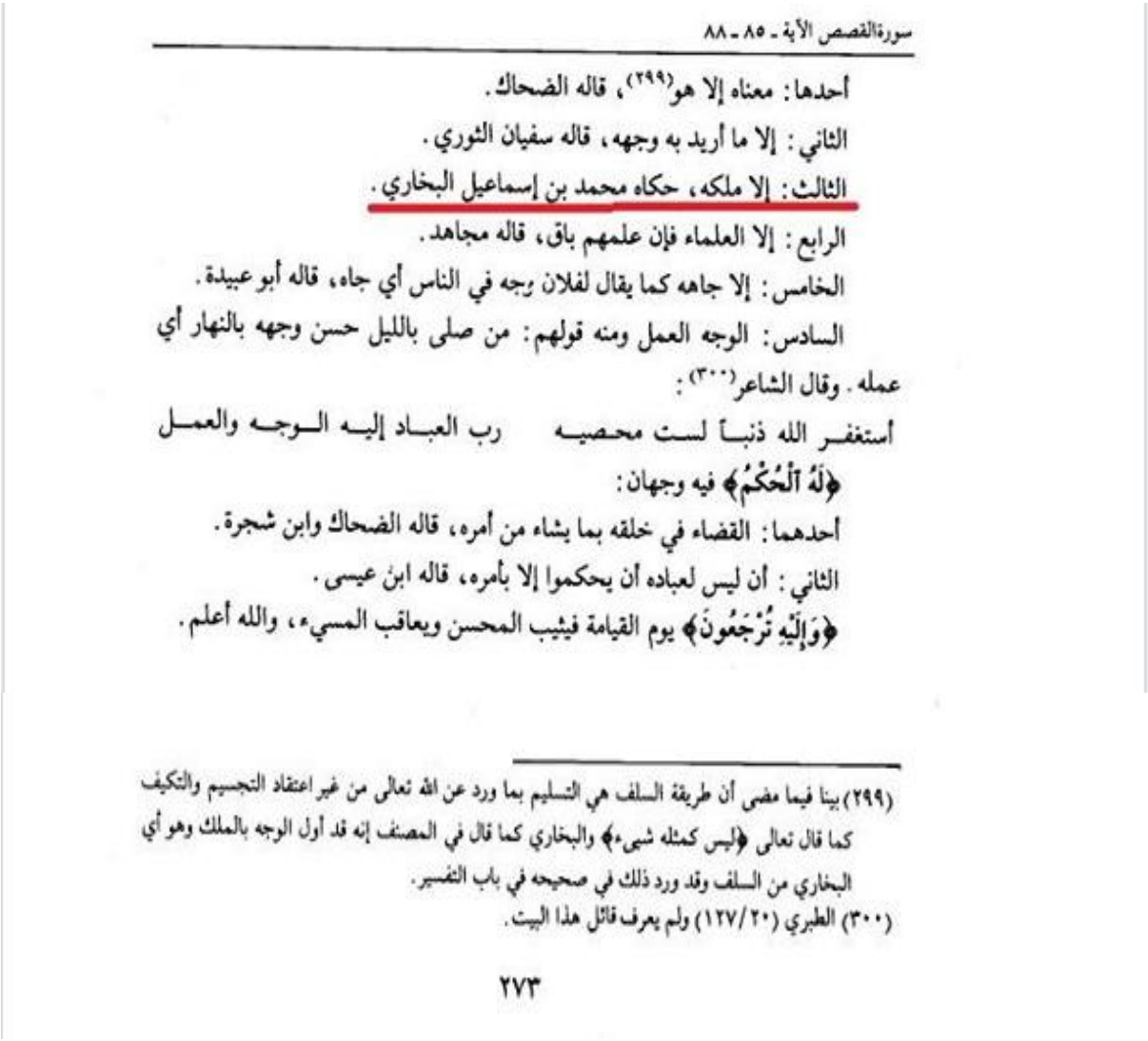

سورة القصص الآية ـ ٨٥ ـ ٨٨

أحدها: معناه إلا هو[٢٩٩]، قاله الضحاك.

الثاني: إلا ما أريد به وجهه، قاله سفيان الثوري.

الثالث: إلا ملكه، حكاه محمد بن إسماعيل البخاري.

الرابع: إلا العلماء فإن علمهم باق، قاله مجاهد.

الخامس: إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه، قاله أبو عبيدة.

السادس: الوجه العمل ومنه قولهم: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي عمله. وقال الشاعر[٣٠٠]:

استغفر الله ذنباً لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل

﴿لَهُ ٱلْحُكْمُ﴾ فيه وجهان:

أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره، قاله الضحاك وابن شجرة.

الثاني: أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمره، قاله ابن عيسى.

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء، والله أعلم.

(٢٩٩) بينا فيما مضى أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف كما قال تعالى ﴿ليس كمثله شيء﴾ والبخاري كما قال في المصنف إنه قد أول الوجه بالملك وهو أي البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفسير.

(٣٠٠) الطبري (٢٠/١٢٧) ولم يعرف قائل هذا البيت.

٢٧٣

["তফসীরেমাওয়ারদী" - পৃনং- ২৭৩]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৮) তফসীরেবাহারুলউলুমগ্রন্থে *ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটেদেখুন ।* এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে:

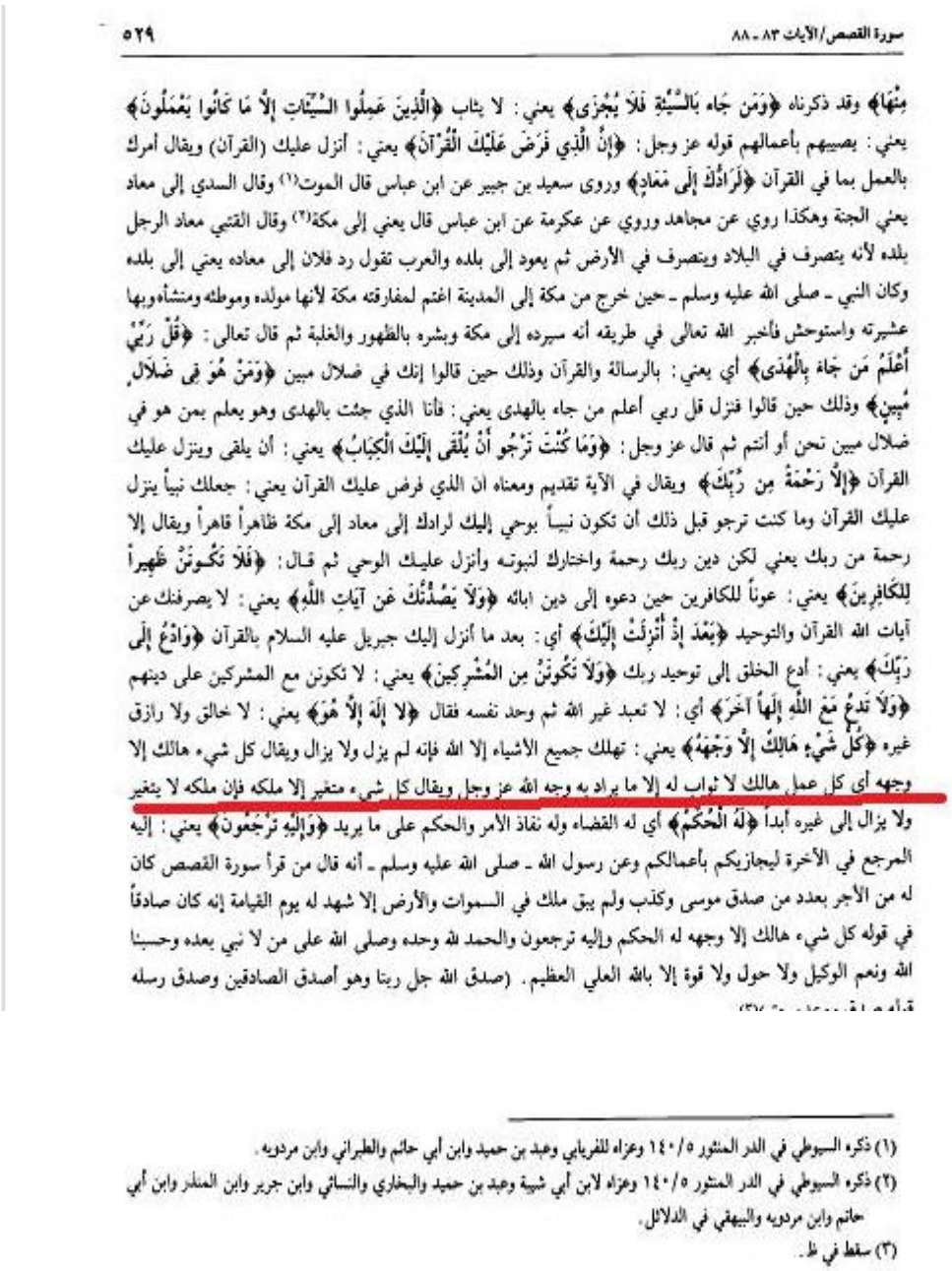

سورة القصص/الآيات ٨٣ ـ ٨٨ ٥٢٩

مِنْهَا﴾ وقد ذكرناه ﴿وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى﴾ يعني: لا يثاب ﴿الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ يعني: يصيبهم بأعمالهم قوله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ يعني: أنزل عليك (القرآن) ويقال أمرك بالعمل بما في القرآن ﴿لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ﴾ وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الموت[1] وقال السدي إلى معاد يعني الجنة وهكذا روي عن مجاهد وروي عن عكرمة عن ابن عباس قال يعني إلى مكة[2] وقال القتبي معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ويتصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والعرب تقول رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين خرج من مكة إلى المدينة اغتم لمفارقته مكة لأنها مولده وموطنه ومنشأه وبها عشيرته واستوحش فأخبر الله تعالى في طريقه أنه سيرده إلى مكة ويشره بالظهور والغلبة ثم قال تعالى: ﴿قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى﴾ أي يعني: بالرسالة والقرآن وذلك حين قالوا إنك في ضلال مبين ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ﴾ وذلك حين قالوا فنزل قل ربي أعلم من جاء بالهدى يعني: فأنا الذي جئت بالهدى وهو يعلم بمن هو في ضلال مبين نحن أو أنتم ثم قال عز وجل: ﴿وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ﴾ يعني: أن يلقى وينزل عليك القرآن ﴿إِلاَّ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ﴾ ويقال في الآية تقديم ومعناه ان الذي فرض عليك القرآن يعني: جعلك نبياً ينزل عليك القرآن وما كنت ترجو قبل ذلك أن تكون نبياً بوحي إليك لرادك إلى معاد إلى مكة ظاهراً قاهراً ويقال إلا رحمة من ربك يعني لكن دين ربك رحمة واختارك لنبوته وأنزل عليك الوحي ثم قال: ﴿فَلاَ تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِّلْكَافِرِينَ﴾ يعني: عوناً للكافرين حين دعوه إلى دين ابائه ﴿وَلاَ يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ يعني: لا يصرفنك عن آيات الله القرآن والتوحيد ﴿بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ﴾ أي: بعد ما أنزل إليك جبريل عليه السلام بالقرآن ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ﴾ يعني: أدع الخلق إلى توحيد ربك ﴿وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ يعني: لا تكونن مع المشركين على دينهم ﴿وَلاَ تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ أي: لا تعبد غير الله ثم وحد نفسه فقال ﴿لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ﴾ يعني: لا خالق ولا رازق غيره ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ﴾ يعني: تهلك جميع الأشياء إلا الله فإنه لم يزل ولا يزال ويقال كل شيء هالك إلا وجهه أي كل عمل هالك لا ثواب له إلا ما يراد به وجه الله عز وجل ويقال كل شيء متغير إلا ملكه فإن ملكه لا يتغير ولا يزال إلى غيره أبداً ﴿لَهُ الْحُكْمُ﴾ أي له القضاء وله نفاذ الأمر والحكم على ما يريد ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ يعني: إليه المرجع في الآخرة ليجازيكم بأعمالكم وعن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال من قرأ سورة القصص كان له من الأجر بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة إنه كان صادقاً في قوله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. (صدق الله جل ربنا وهو أصدق الصادقين وصدق رسله

(١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٠ وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه.
(٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٠ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.
(٣) سقط في ظ.

[তফসীরেবাহারুলউলুম– সুরা কাসাসেরতফসীর]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) তফসীরেবাগাবীতে*ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যাখ্যাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে*দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যাখ্যাটি বিদ্যমান রয়েছে:

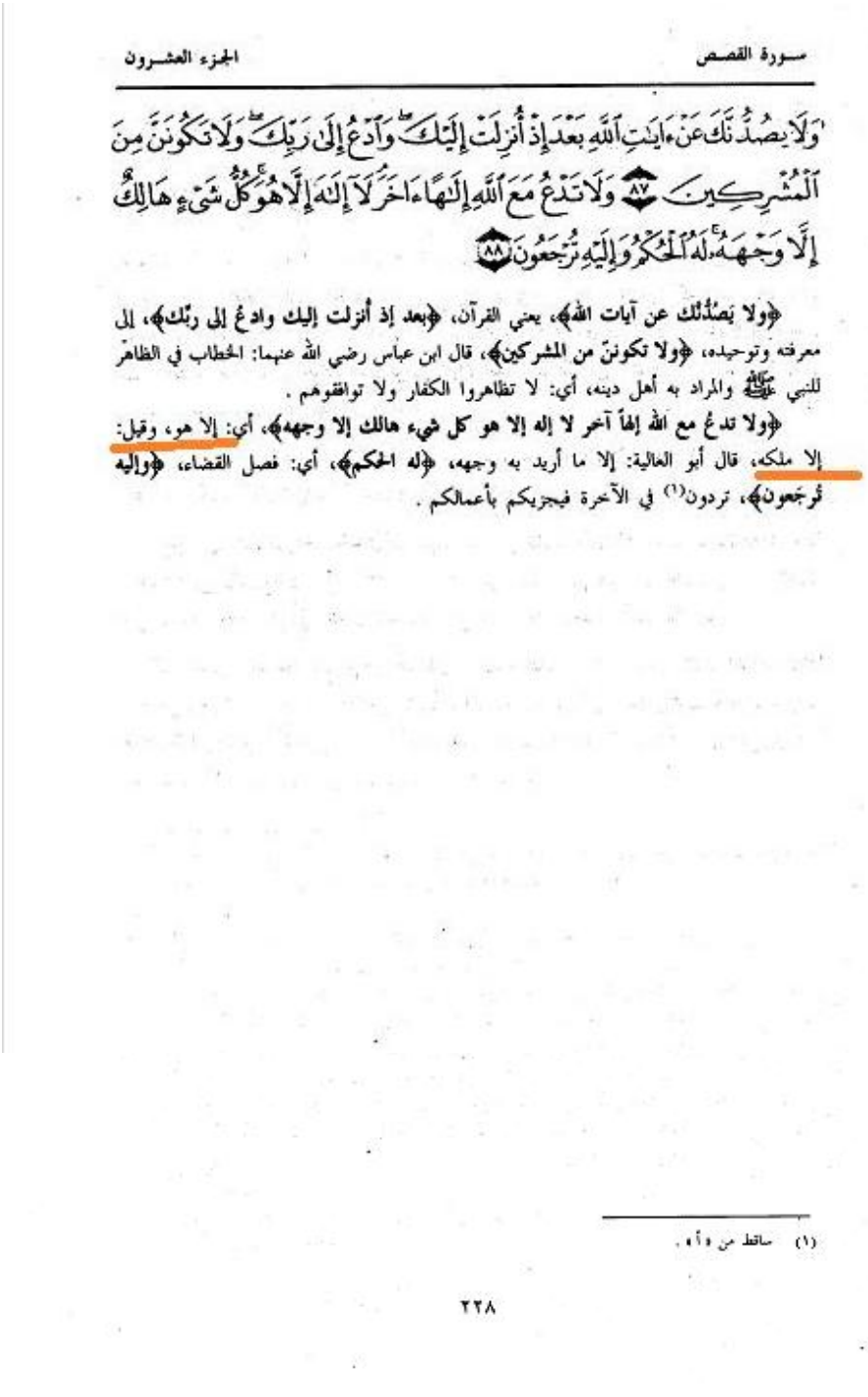

سورة القصص الجزء العشرون

وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۖ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

﴿ولا يَصُدُّنَّك عن آيات الله﴾، يعني القرآن، ﴿بعد إذ أُنزلت إليك وادعُ إلى ربِّك﴾، إلى معرفته وتوحيده، ﴿ولا تكونَنّ من المشركين﴾، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي ﷺ والمراد به أهل دينه، أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم.

﴿ولا تدعُ مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه﴾، أي: إلا هو، وقيل: إلا ملكه، قال أبو العالية: إلا ما أريد به وجهه، ﴿له الحكم﴾، أي: فصل القضاء، ﴿وإليه تُرجَعون﴾، تردون[1] في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم.

(١) ساقط من «أ».

٢٢٨

[তফসীরেবাগাবী– সুরা কাসাসেরতফসীর]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১০) *আহলে হাদীস ইমাম* সাইদ বিন নাসের আল-গামিদীর গ্রন্থে *ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে* দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থের নাম "আর রদ্দুল আলা মুনকিরিসিফাতাইলওয়াজহিওয়ালইয়াদ":

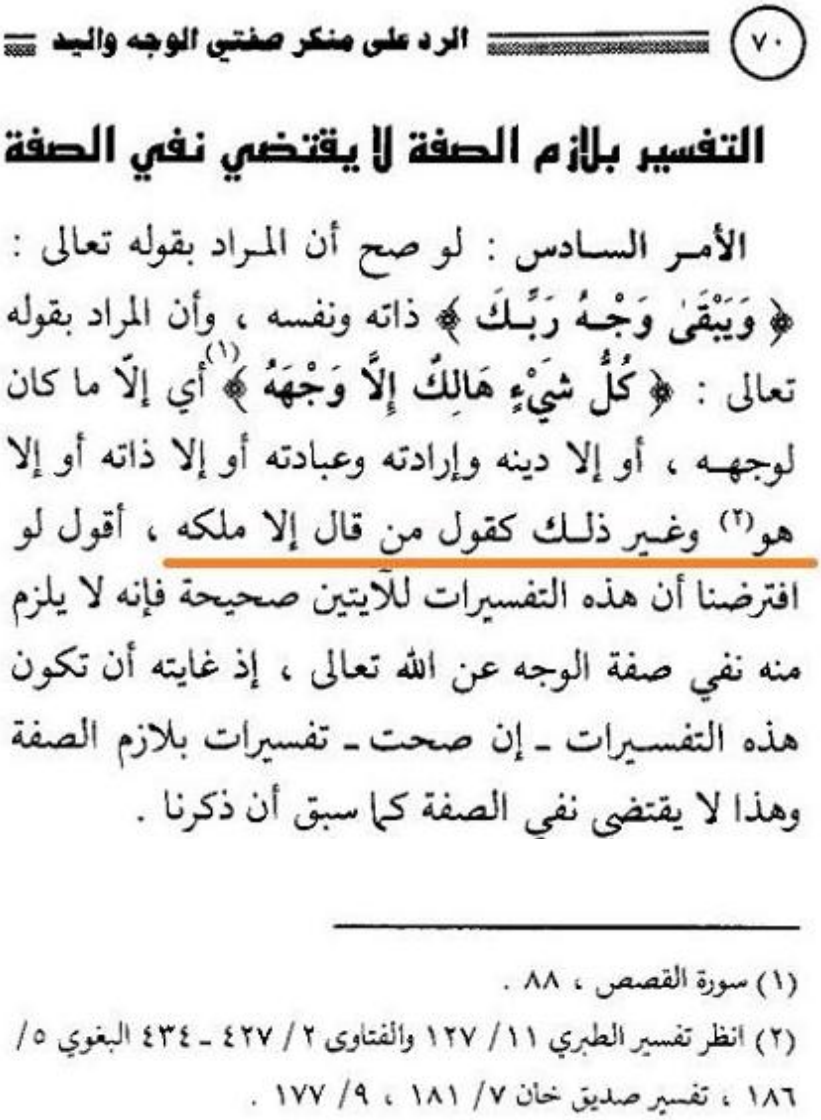

٧٠ الرد على منكر صفتي الوجه واليد

التفسير بلازم الصفة لا يقتضي نفي الصفة

الأمر السادس : لو صح أن المراد بقوله تعالى : ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ ذاته ونفسه ، وأن المراد بقوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾[1] أي إلّا ما كان لوجهه ، أو إلا دينه وإرادته وعبادته أو إلا ذاته أو إلا هو[2] وغير ذلك كقول من قال إلا ملكه ، أقول لو افترضنا أن هذه التفسيرات للآيتين صحيحة فإنه لا يلزم منه نفي صفة الوجه عن الله تعالى ، إذ غايته أن تكون هذه التفسيرات ـ إن صحت ـ تفسيرات بلازم الصفة وهذا لا يقتضي نفي الصفة كما سبق أن ذكرنا .

---

(١) سورة القصص ، ٨٨ .

(٢) انظر تفسير الطبري ١١/ ١٢٧ والفتاوى ٢ / ٤٢٧ ـ ٤٣٤ البغوي ٥/ ١٨٦ ، تفسير صديق خان ٧/ ١٨١ ، ٩/ ١٧٧ .

["আর রদ্দুল আলা মুনকিরিসিফাতাইলওয়াজহিওয়ালইয়াদ"- সাইদ বিন নাসের আল-গামিদী- পৃ ৭০]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১১) *আহলে হাদীস ইমাম* শায়খ উমর সুলাইমানের*গ্রন্থে ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যাখাটি সরাসরি স্কীনশটে*দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যাখাটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থের নাম "আল-আশকার তার আল-জান্নাতুওয়ান নার":

وقيام الناس من القبور ، فهذا باطل ، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكر ، وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها ، وأنها لا يزال الله يُحدث فيها شيئا بعد شيء ، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أموراً أخر - فهذا حق لا يمكن رده ، وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر .

وأما احتجاجكم بقوله تعالى : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾(١) ، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية ، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهاوخرابها وموت أهلها !! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية ، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام . فمن كلامهم : أن المراد « كل شيء » مما كتب الله عليه الفناء والهلاك « هالك » ، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء ، وكذلك العرش ، فإنه سقف الجنة .

وقيل : المراد إلا ملكه . وقيل : إلا ما أريد به وجهه . وقيل : إن الله تعالى أنزل : ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾(٢) ، فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض ، وطمعوا في البقاء ، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون ، فقال : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾(٣) لأنه حي لا يموت ، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت . وإنما قالوا ذلك توفيقاً بينها وبين النصوص المحكمة ، الدالة على بقاء الجنة ، وعلى بقاء النار أيضا ، على ما يذكر عن قريب ، إن شاء الله تعالى »(٤) .

---

(١) سورة القصص : ٨٨ .
(٢) سورة الرحمن : ٢٦ .
(٣) سورة القصص : ٨٨ .
(٤) شرح الطحاوية : ص ٤٧٩ ، وراجع في هذا الموضوع « يقظة أولى الاعتبار لصديق حسن خان ص : ٣٧ ، وعقيدة السفاريني : (٢/ ٢٣٠) .

- ١٨ -

["আল-আশকার তার আল-জান্নাতুওয়ান নার"- শায়খ উমর সুলাইমান –পৃ ১৭০]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১২) *আহলেহাদীস ইমাম* শায়খআব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমানের গ্রন্থে *ইমাম বুখারী(রহমাতুল্লাহ আলাই) এর উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে* দেখুন। এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থের নাম "শরহুকিতাবিততাউহীদ মিন সহিহিল বোখারী":

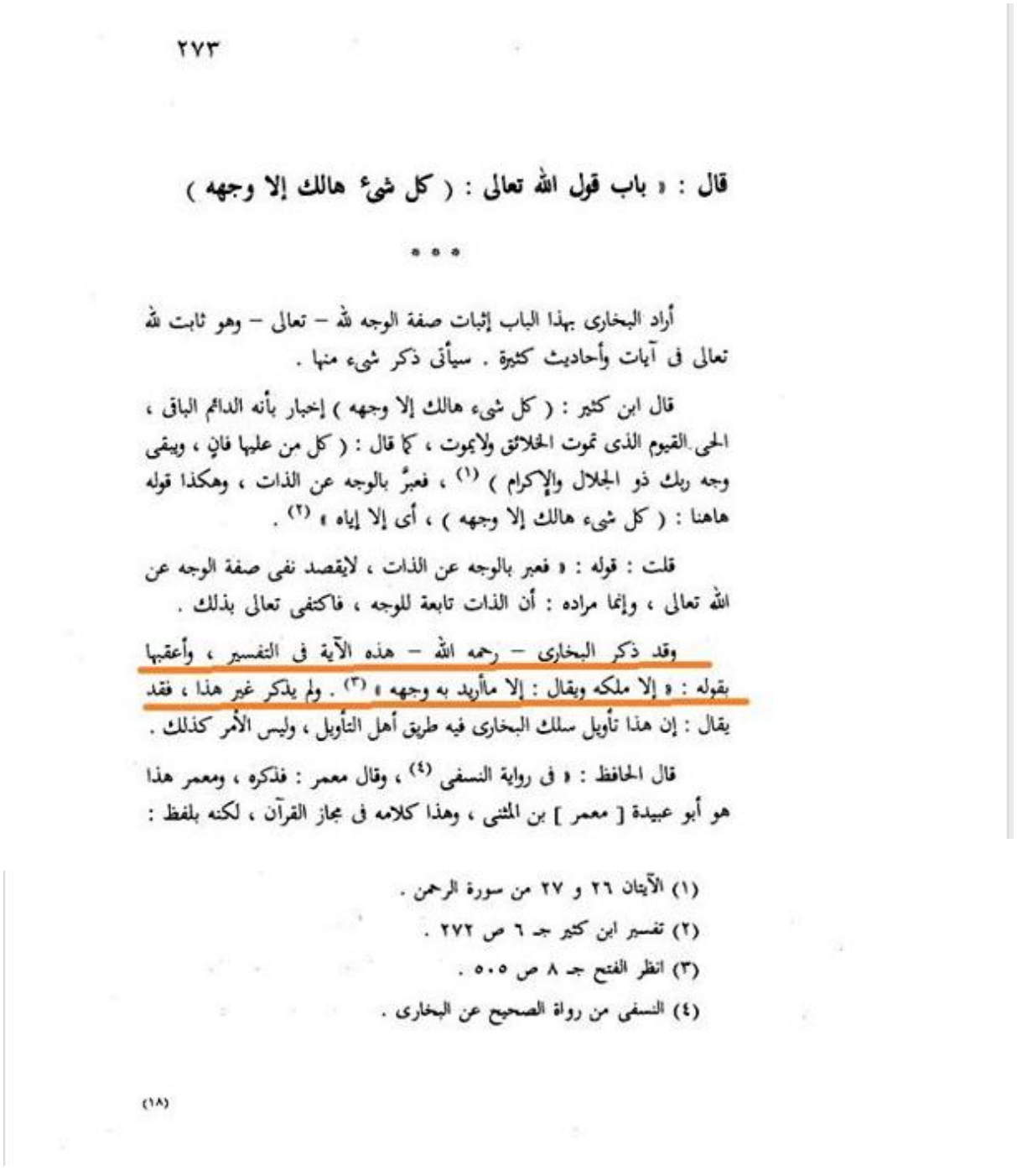

٢٧٣

قال : « باب قول الله تعالى : (كل شئ هالك إلا وجهه)

* * *

أراد البخارى بهذا الباب إثبات صفة الوجه لله – تعالى – وهو ثابت لله تعالى فى آيات وأحاديث كثيرة . سيأتى ذكر شىء منها .

قال ابن كثير : (كل شىء هالك إلا وجهه) إخبار بأنه الدائم الباقى ، الحى القيوم الذى تموت الخلائق ولايموت ، كما قال : (كل من عليها فانٍ ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) (١) ، فعبرٌ بالوجه عن الذات ، وهكذا قوله هاهنا : (كل شىء هالك إلا وجهه) ، أى إلا إياه » (٢) .

قلت : قوله : « فعبر بالوجه عن الذات ، لايقصد نفى صفة الوجه عن الله تعالى ، وإنما مراده : أن الذات تابعة للوجه ، فاكتفى تعالى بذلك .

وقد ذكر البخارى – رحمه الله – هذه الآية فى التفسير ، وأعقبها بقوله : « إلا ملكه ويقال : إلا ماأريد به وجهه » (٣) . ولم يذكر غير هذا ، فقد يقال : إن هذا تأويل سلك البخارى فيه طريق أهل التأويل ، وليس الأمر كذلك .

قال الحافظ : « فى رواية النسفى (٤) ، وقال معمر : فذكره ، ومعمر هذا هو أبو عبيدة [معمر] بن المثنى ، وهذا كلامه فى مجاز القرآن ، لكنه بلفظ :

(١) الآيتان ٢٦ و ٢٧ من سورة الرحمن .
(٢) تفسير ابن كثير جـ ٦ ص ٢٧٢ .
(٣) انظر الفتح جـ ٨ ص ٥٠٥ .
(٤) النسفى من رواة الصحيح عن البخارى .

(١٨)

["শরহুকিতাবিততাউহীদ মিন সহিহিল বোখারী"- আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-গুনাইমান]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৩) আহলেহাদীস-সালাফীফির্কার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশনা সংস্থা সউদি আরবের "দার-উস-সালাম" কর্তৃক প্রকাশিত সহীহবুখারীতে*এর উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে*দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থের নাম " Sahih Al Bukhari" – ইংরেজী অনুবাদ- মুহাম্মদ মহসীন খাঁন;

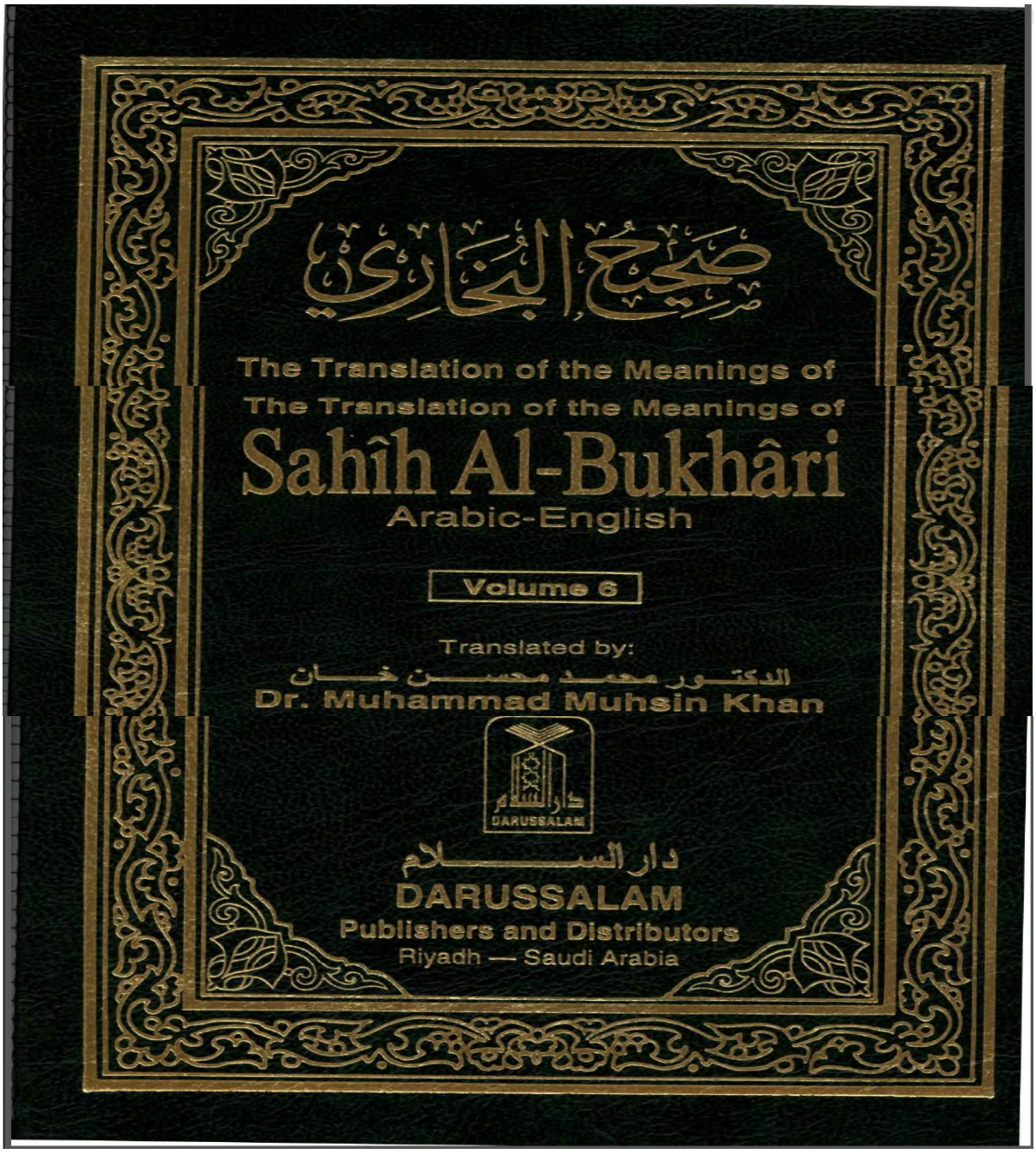

pdf By Syed Mostafa Sakib

(28) SŪRAT AL-QAṢAṢ (The Narration)

(٢٨) سورة القصص

In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful.

بسم الله الرحمٰن الرحيم

"Everything will perish save His Face..." (V.28:88)

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ إِلَّا مُلْكَهُ، ويُقالُ: إِلَّا ما أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. وَقالَ مُجاهِدٌ: فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمْ ﴿الأَنْبَاءُ﴾: الحُجَجُ.

(1) CHAPTER. The Statement of Allāh تعالى: "Verily! You (O Muḥammad ﷺ) guide not

(١) بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

[" Sahih Al Bukhari" – সউদি আরবের "দার-উস-সালাম" পাবলিকেশন - ইংরেজী অনুবাদ- মুহাম্মদ মহসীন খাঁন- খন্ড নং- ০৬- পৃনং- ২৫৪]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৪) ইসলামিকফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "বুখারীশরীফে" *উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে*দেখুন । এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে

سُوْرَةُ الْقَصَصِ

সূরা কাসাস

يُقَالُ اِلاَّ وَجْهَهُ اِلاَّ مُلْكَهُ ، وَيُقَالُ اِلاَّ مَااُرِيْدَ بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَعُمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ الْحُجَجُ

বলা হয়, اِلاَّ وَجْهَهُ। তাঁর রাজত্ব ব্যতীত এবং এ-ও বলা হয়, যে কার্যাবলী দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন উদ্দেশ্য, তা ব্যতীত (সবই ধ্বংস হবে) । মুজাহিদ (র) বলেন, اَلْاَنْبَاءُ অর্থ প্রমাণাদি।

بَابٌ قَوْلُهُ اِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ "তুমি যাকে ভালবাস ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন।"

٤٤١٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ عِنْدَهُ اَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ اَبِىْ اُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيْرَةِ فَقَالَ اَىْ عَمِّ قُلْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَلِمَةً اُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَقَالَ اَبُوْ جَهْلٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اُمَيَّةَ اَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ

১. অট্টালিকার ইট-পাথরের গাঁথুনি ও প্রয়োজনীয় উপাদান।

[ইসলামিকফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "বুখারী শরীফ - খন্ড নং- ০৮- পৃনং- ১৩০]

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৫) সহীহবুখারীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ইমাম ইবনে হজর আসকালানী*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* এর "ফতহুল বারী" গ্রন্থে *উক্ত ব্যখাটি সরাসরি স্ক্রীনশটে* দেখুন। এখানে "মুলকাহু" বা "তাঁর রাজত্ব" ব্যখাটি বিদ্যমান রয়েছে

الحديث ٤٧٧٢ ٣٧٥

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة القصص

يقال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾: إلا ملكه. ويقال: إلا ما أريد به وجه الله، ﴿فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ﴾: الحجج.

قوله (**سورة القصص ــ بسم الله الرحمن الرحيم**) سقطت « سورة والبسملة » لغير أبى ذر والنسفى .

قوله (**إلّا وجهه : إلّا ملكه**) فى رواية النسفى « وقال معمر » فذكره . ومعمر هذا هو أبو عبيدة بن المثنى ، وهذا كلامه فى كتابه « مجاز القرآن » لكن بلفظ « إلا هو » وكذا نقله الطبرى عن بعض أهل العربية ، وكذا ذكره الفراء . وقال ابن التين قال أبو عبيدة : إلّا وجهه أى جلاله ، وقيل إلّا إياه ، تقول : أكرم الله وجهك أى أكرمك الله .

قوله (**ويقال إلّا ما أريد به وجهه**) نقله الطبرى أيضا عن بعض أهل العربية ، ووصله ابن أبى حاتم من طريق خصيف عن مجاهد مثله ، ومن طريق سفيان الثورى قال : إلّا ما ابتغى به وجه الله مِن الأعمال الصالحة انتهى . ويتخرج هذان القولان على الخلاف فى جواز إطلاق « شىء » على الله ، فمن أجازه قال الاستثناء متصل والمراد بالوجه الذات والعرب تعبر بالأشرف عن الجملة ، ومن لم يجز إطلاق « شىء » على الله قال : هو منقطع ، أى لكن هو تعالى لم يهلك ، أو متصل والمراد بالوجه ما عمل لأجله .

قوله (**وقال مجاهد : فعميت عليهم الأنباء الحجج**) وصله الطبرى من طريق ابن أبى نجيح عنه

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

[٤٧٧٢] ٤٥٨٧ - **حدثنا** أبو اليمان قال أنا شعيبٌ عن الزُّهريِّ قال أخبرني سعيدُ بن المسيَّب عن أبيه قال: لمَّا حضرت أباطالب الوفاةُ جاءهُ رسولُ الله صلى الله عليه فوجد عندهُ أباجهل وعبدالله بن أبي أُمية بن المغيرة فقال: «أي عمِّ، قل: لا إله إلا الله كلمةً أحاجُّ لك بها عند الله». فقال أبوجهل وعبدُالله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسولُ الله صلى الله عليه يعرضُها عليه ويُعيدانه بتلك المقالة حتى قال أبوطالب آخر ما كلمهم: على ملة عبدالمطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال رسولُ الله صلى الله عليه: «والله لأستغفرنَّ لك ما لم أُنهَ عنك». فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (١) وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.

قوله (**باب إنك لا تهدى من أحببت ، ولكن الله يهدى من يشاء**) لم تختلف النقلة فى أنها نزلت فى أبى طالب ، واختلفوا فى المراد بمتعلق « أحببت » فقيل : المراد أحببت هدايته ، وقيل أحببته هو لقرابته منك .

قوله (**عن أبيه**) هو المسيب بن حزن بفتح المهملة وسكون الزاى بعدها نون ، وقد تقدم بعض شرح الحديث فى الجنائز .

["ফতহুল বারী" – ইমাম ইবনে হজর আসকালানী*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* – সুরা কাসাসেরতফসীর]

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম বুখারী*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* এর উপর ফতোয়া আরোপকারীদের প্রতি বিনীত আবেদনঃ

অনুগ্রহ করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে আর দ্বন্দসৃস্টি করবেন না। ইমাম বুখারী*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* এর মহান ব্যক্তিত্বর উপর কুৎসিতআক্রমন করে আপনারা শালীনতার সব মাত্রা অতিক্রম করে গেছেন। ধুম্রজালসৃস্টি করে ইমাম বুখারী*(রহমাতুল্লাহ আলাই)* এবং সহীহবুখারীর উপর থেকে মুসলিম উম্মাহর অটল আস্থা বিলুপ্ত করার চেস্টা করবেন না। আল্লাহ পাক এই হাদীস-অস্বীকারকারীদেরফিৎনা থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করুন। আমীন।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib